International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 64-81
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.64-81

ভারতের গণতন্ত্র ও প্রশাসনিক দুর্নীতি : একটি মুল্যায়ন

হৈমন্তী ব্যানার্জী
তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
মোহিত কুমার নন্দী
সহ-শিক্ষক, সাতগাছিয়া শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনস্টিটিউশন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

No country is free from administrative corruption. Even so called first world countries have been suffering from administrative corruption of various forms. In India we may find so many forms of it, which are the main impediment to development, welfare and all kinds of democratic norms. According to the International Corruption Perception Index, 2021 India's rank regarding administrative corruption is eighty six. The basic reason of administrative corruption in India are – political interference, poor performance of civil society, authoritative mind set of government, politicization of bureaucracy etc. Hence the basic objective of this paper is to identify and focus on the problem of administrative corruption in Indian Democracy.

Keywords: Administration, Corruption, Politics, Democracy Bureaucracy, Indian states.

ভূমিকা : দুর্নীতি এই কথাটির মধ্যেই নীতি কথাটি রয়েছে। যার দ্বারা বোঝায় কোনো কিছু আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমষ্টি। এখন বলা যেতে পারে যে নীতিতে এই গুণগুলির অনুপস্থিতি, সেখানেই অবস্থান করে দুর্নীতি। রুশো বলেছেন, "মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে মহান সত্ত্বা, কিন্তু সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই বলা যেতে পারে মানুষের মধ্যে যখন আত্মসর্বস্বতা শিক্ষা, মূল্যোধের প্রদীপ শিখা জ্বলে ওঠেনি। তখন তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর ছিল না। ঠিক যে মুহূর্তে তার মধ্যে শিক্ষা, নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো প্রজ্জ্বলিত করা হল ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতো আবির্ভাব হল 'দুর্নীতি'র।

বর্তমান দিনে দুর্নীতি শব্দটি সাধারণত প্রশাসনিক কার্যকলাপ এর ব্যর্থতার দিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। যদিও শুধু প্রশাসন একা সেই দোষে দোষী নয়। আমরাও সেই পথেরই যাত্রী। কারণ আমাদের কাছে এখন আদর্শ আর মূল্যবোধ-এর তুলনায় আত্মসুখ, আত্মস্বার্থ এবং সময়ের মূল্য অনেক বেশী। তাই এই সবগুলিকে একসাথে পেতে গিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করে, আত্মতৃপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি হল এমন এক বহুমাত্রিক ব্যাধি, যা মানুষের মন থেকে সৃষ্টি হয় এবং যার বশবর্তী হয়ে মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে থাকে। যা আমাদের সমাজ ও প্রশাসনকে কলুষিত করে চলেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে হয়তো দুর্নীতি নিয়ে চর্চা অধিক হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্নীতির চর্চা শুরু হয়েছে সেই প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার সময় থেকে। ভাতের প্রেক্ষিতে বললে বলতে হয় সেই কৌটিল্যের সময় থেকে। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র ও সেগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি ছিল যা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। এই জন্যই প্লেটো চেয়েছিলেন দার্শনিক রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার থাকবে না কারণ এগুলি তাঁকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌটিল্য প্রশাসনিক কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেইজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের কথা বলেছেন।

তবে বর্তমান সময়ে দুর্নীতি প্রাচীনকালের মতো স্বল্প পরিসরে সীমিত নেই। দুর্নীতির আকার, আয়তন ও সংজ্ঞা পাল্টে গেছে।

- The World Bank দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, "Corruption is commonly defined as the abuse of public or corporate office for private gain."
- The Oxford Universal Dictionary-তে দুর্নীতিকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, "Corruption as a vision or destruction of integrity in discharge of public duties by bribery or favour."
- আন্তর্জাতিক দুর্নীতিরোধক সংগঠন (International Anti-corruption Organisation) দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে যে, "Corruption as an abuse of official position of one's own benefit or for the benefit of another."
- The Dictionary of English Law ঘুষ বা উৎকোচকে যেটি হল দুর্নীতির একটি ধরণ এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যে, a gift to any person in office or holding a position of trust with the object of inducing him to disregard his official duty or betray his rust for the benefit of the giver.
- Encyclopedia of Social Science দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুর্নীতিকে ঘুষ হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং ঘুষকে সংজ্ঞায়িত করেছে এইভাবে যে - Bribery as the practice of tendering and accepting private advantage as reward for the violation of duty, bribery also involves an intention to influence and to be influenced in a sense incompatible with good faith and passes by degrees of favours in which the offering and receiving shows, but a vague desire to keep on good terms and receiving entails no more than per functionary thanks.

দুর্নীতি এমন একটি বিষয় যে কাজে জড়িত থেকে পার্থিব ভোগবিলাস সাময়িক ভাবে তৃপ্ত হলেও তা চিরস্থায়ী সুখ শান্তি দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিখ্যাত তর্কযুদ্ধ'-এ অসামান্য পণ্ডিত ও শিক্ষক যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণোদনাসূচক প্রশ্ন করেন। মানুষের জীবনে নানা সমস্যা ও দুর্দশা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ধনের ব্যাপ্তি,

বিশেষত ধন আমাদের জন্য কী কী করে উঠতে পারে বা পারে না, বা আমরা ধন সম্পদ লাভের জন্য কী কী করতে পারি। মৈত্রেয়ী তাঁর ভাবনাটি প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন, যদি 'ধনের দ্বারা পরিপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবী' কেবল তাঁরই অধিকারে থাকত তা হলে তা দিয়ে তিনি অমরত্ব পেতে পারতেন কিনা। যাজ্ঞবল্ক্যর উত্তরটি ছিল না। ধনীদের জীবন যেরকম হয়, সবার জীবনও সেই রকমের হবে। কিন্তু ধনের দ্বারা অমরত্ব পাওয়ার কোনও আশা নেই। যাজ্ঞবল্ক্যর এই উত্তরে মৈত্রেয়ীর মন্তব্য ছিল : 'তা নিয়ে আমি কী করব যা আমাকে অমরত্ব দিতে পারে না?'

মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, কোনো মানুষই ধন সম্পদের চিরস্থায়ী ভাগীদার হতে পারে না। তথাপি এই ধনসম্পদ লাভের আশায় বিভিন্ন অসাধু কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। যার ফলে সমাজে দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। আমরা যাকে মূল্যবান বলে মনে করি এবং তাকে অর্জন করতে চাই, তার সাথে প্রাচুর্য্যের একটি যোগসূত্র থাকে ঠিকই, কিন্তু এই যোগাযোগটি খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সেটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর। আর এই যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করেই দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারিত করা যেতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(তথ্যসূত্র : তর্কপ্রিয় ভারতীয়, অমর্ত্য সেন, প্রথম খণ্ড : মতপ্রকাশ ও স্বাধীনতা ১. তর্কপ্রিয় ভারতীয়, লিঙ্গ জাতি ও মতপ্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৬, ৭)

স্বাধীনতা লাভের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির অবস্থান : দুর্নীতি কমবেশি প্রতিটি রাষ্ট্রেই দেখা যায়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে দুর্নীতি শব্দটি সমার্থক হয়ে গেছে, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যেসব দেশগুলি আর্থিক দিক থেকে পশ্চাদপদ, দারিদ্র্য দূরীকরণে ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যর্থ, স্বার্থ ও পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে অনগ্রসর সেগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশ নামে বিবেচিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে ভারও এই সমস্যাগুলিতে স্বাধীনতার প্রথম থেকেই জর্জরিত ছিল, যার মূল কারণ হল ঔপনিবেশিক প্রভুদের শোষণ। এই সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য ভারতের সামনে একমাত্র উপায় ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন পথে হবে সেই উন্নয়ন? এইক্ষেত্রে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করেছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সমস্ত কিছু পরিচালিত হবে। যেহেতু রাষ্ট্রের নজরদারিতে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে তাই প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত থাকবে এটাই কাম্য ছিল, কিন্তু প্রশাসনের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল যা নিয়ন্ত্রণের অভাবে বর্তমান সময়ে এক বিশাল আকার ধারণ করেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে প্রশাসনিক কর্মচারীদের দুটি ভাগ ছিল। উচ্চপদগুলি সংরক্ষিত ছিল শুধু ব্রিটিশদের জন্য ও নিম্নপদগুলি সংরক্ষিত ছিল ভারতীয়দের জন্য। ভারতীয়দের উচ্চপদে পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে উচ্চপদে থেকে দুর্নীতি খুব সহজেই করা যেত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় আধিকারিকরা এই ঐতিহ্যই বহন করেছে।

স্বাধীনতার পর দুর্নীতির কারণ : ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বদ্ধ অর্থনীতির যুগ ছিল। বাজার প্রতিযোগীতামূলক ছিল না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই কলকারখানা স্থাপিত হত। বর্তমান সময়ের মতো কোনো সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প ছিল না। তাই প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে তখন

দুর্নীতি হওয়ার কারণ কী ছিল? স্বাধীনতা লাভ করার সাথে সাথে ভারতের সামনে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথমত, জনগণের জন্য বিভিন্নধরণের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা।
দ্বিতীয়ত, ভারতের বিদেশনীতি নির্ধারণ করা।

এই কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য প্রচুর দক্ষ আমলার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ভারত বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে ৬০০ আমলা পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক আমলার ওপর বিপুল পরিমাণ কাজের বোঝা চাপলেও বেতন সেই তুলনায় বাড়েনি। ফলে আমরা দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে পড়ে।

দক্ষ কর্মচারীর অভাব পূরণ করার জন্য ১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন পার্লামেন্টে পাশ করা হয়। কিন্তু কর্মচারী কম থাকায় ১৯৫৬ সালে বিশেষ লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। যার দ্বারা ১০০ জন আধিকারিককে নির্বাচন করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এটি কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছিল না। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই হত, সাক্ষাৎকারের কোনোরূপ গুরুত্ব ছিল না। এর ফলে দক্ষ ও যোগ্য কর্মচারীদের পরিবর্তে অদক্ষ ও অযোগ্য কর্মচারীরাই প্রশাসনের কর্তা হয়ে উঠেছিল। এই ধরণের কর্মচারীদের সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নেতৃত্ব দানের দক্ষতার মতো কোনো গুণ ছিল না। ফলে তারা খুব সহজেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আজ্ঞাবহ সেবকে পরিণত হয়ে ওঠে ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

পর্যাপ্ত আধিকারিকের অভাবে একজন আধিকারিক একাধিক দপ্তরের শীর্ষকর্তা হয়ে উঠেছিলেন। প্রশাসনের এই ত্রুটিপূর্ণ বিন্যাস দুর্নীতির অন্যতম কারণ ছিল। সাধারণত প্রতিটি দপ্তরের একজন শীর্ষকর্তা থাকা উচিত। যাতে একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি একাধিক দপ্তরের প্রধান হলে তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবেন এবং সেই ক্ষমতাকে অপব্যবহার করবেন, সেটা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে উদারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত যেসব দুর্নীতিগুলি হয়েছিল তার জন্য গণমাধ্যমের কিছুটা দায় থেকেই যায়। গণমাধ্যমগুলি তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না এবং সংখ্যায় আজকের দিনের মতো এত বেশী ছিল না। ফলে একেবারে উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি না হলে সেগুলি জনসমক্ষে প্রকাশিত হত না। জনসমক্ষে প্রকাশের ভয় না থাকায় আমলারা আরও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন।

দুর্নীতি ধারা : উদারীকরণে আগে

স্বাধীনতার পর থেকে উদারীকরণের পূর্ব সময় পর্যন্ত যদি প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এগুলি ছিল সীমাবদ্ধ দুর্নীতি। প্রথমত, দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল সীমিত অথবা মুষ্টিমেয়। কারণ দুর্নীতিগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। উদাহরণ হিসাবে লাইসেন্স দুর্নীতির কথা বলা যেতে পারে। কোনো বেসরকারী কোম্পানীকে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদন করার জন্য অনুমতি নিতে হলে প্রায় ৮০টি দপ্তরের কাছে আবেদন করতে হত। এর মধ্যে এক দপ্তরের শীর্ষকর্তা প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিতে ইচ্ছাকৃত দেরী করলে বা অস্বীকৃত হলে তাঁকে ঘুষ দিতে হত। এইগুলি ছিল ব্যক্তিগত দুর্নীতি। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির পরিধিটি ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ দুর্নীতিগুলি শুধুমাত্র শীর্ষস্তরেই সীমাবদ্ধ থাকত। যেহেতু সেই সময় শাসনব্যবস্থা বহুস্তরীয় হয়ে ওঠেনি। ১৯৯৩ সালে ৭৩ ও

৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলি আইনগত স্বীকৃতি লাভ করার পর থেকে দুর্নীতি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে উদারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি দুর্নীতিকে আমরা তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। সেগুলি হল –

সাল	দুর্নীতির নাম।	দুর্নীতির টাকার অঙ্ক	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
1947	INA treasure chest disappeareance	বহুমূল্য স্বর্ণ ও অলংকার সামগ্রী	জওহরলাল নেহেরু	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেদের সর্বস্ব। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর বিমান দুর্ঘটনার সাত দিনের মধ্যে জাপান সমস্ত সম্পত্তি আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে তুলে দিলেও স্বাধীনতার পর সেই সম্পত্তির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারও কোনোরূপ উদ্যোগ নেননি।
1948	Jeep Scandal Case	80 লক্ষ	জওহরলাল নেহেরু	ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম দুর্নীতি হল সেনাবাহিনীর জীপ কেলেঙ্কারী। জওহরলাল নেহের প্রধানমন্ত্রী থাকাকীন ভি.কে. কৃষ্ণমেনন ব্রিটিনের হাই কমিশনার থাকার সময় ৮০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ১৫০০ জীপ কেনার কথা হলেও পাওয়া যায় মাত্র ১৫৫টি জীপ।
1951	The Mandhara Scandal	1 কোটি 20 লক্ষ	জওহরলাল নেহেরু	এই দুর্নীতির ফাঁসের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কীভাবে আমলাকান্ত্রিক প্রশাসন-এর সাথে শেয়ার বাজার-এর গুপ্তচর এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের আঁতাত গড়ে

সাল	দুর্নীতির নাম।	দুর্নীতির টাকার অঙ্ক	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
				উঠেছে।
1951	Cycle Import Scam		জওহরলাল নেহেরু	প্রশাসনিক কৃত্যক এস.এ. ভেঙ্কট রমন একটি বিদেশী সাইকেল কোম্পানীকে ভারতে সাইকেল রপ্তানী করার সুযোগ দেবার নামে ঘুষ নিয়েছিলেন।
1956	BHU Funds Misappropriation	50 লক্ষ		বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া এই দুর্নীতি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম দুর্নীতি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকগণ শিক্ষাখাতের তহবিল তছরূপ করেছিলেন।
1964	Pratap Singh Kairon Scam		প্রতাপ সিং কাইরন (পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী)	পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কাইরন-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি পরিবারের সদস্যদের অবৈধ সম্পত্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করেছেন।
1965	Kalinga Tube Scandal		বিজু পট্টনায়ক (ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী)	ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েক তার নিজের কোম্পানী কলিঙ্গ টিউবকে অবৈধভাবে সরকারী বরাত পাইয়ে দিয়েছিলেন, এই অভিযোগে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।
1971	Nagarwala Scandal	60 লক্ষ	ইন্দিরা গান্ধী	বাংলাদেশের কোনো গোপন মিশন অথবা বাংলাদেশী কোনো জনৈক ব্যক্তিকে ৬০ লক্ষ টাকা সাহায্য করেছিলেন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহ করে।
1974	Maruti Scandal		ইন্দিরা গান্ধী	মারুতি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে সঞ্জয় গান্ধীকে যাত্রীবাহী

সাল	দুর্নীতির নাম।	দুর্নীতির টাকার অঙ্ক	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
				গাড়ি তৈরির লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়।
1976	Kuooil Scandal	2 কোটি 20 লক্ষ	ইন্দিরা গান্ধী	ভারতে জরুরী অবস্থা জারি থাকার সময় ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন হংকং-এর একটি ভুয়ো ফার্মের সাথে তৈল চুক্তি স্বাক্ষর করে যে ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ. আর. আন্তুলে যুক্ত ছিলেন।
1981	Cement Scam	300 কোটি	এ.আর. আন্তুলে (মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী	মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ.আর. আন্তুলে তিনি সিমেন্ট নিয়ে ব্যবসা করে যে লাভ করেছিলেন, সেই লভ্যাংশ তিনি তার ব্যক্তিগত ফার্মে লুকিয়ে রাখেন।
1987	Bofors Scandal	64 কোটি	রাজীব গান্ধী	সুইডেনের অস্ত্রনির্মাতা বোফোর্স কোম্পানী ১৫০০ কোটি টাকার কামান তৈরীর বরাত লাভ করার জন্য রাজীব গান্ধীর কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে ৬৪ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল
1989	St. Kitts Forgery	2 কোটি 10 লক্ষ	ভি.পি. সিং	তদানীন্তন জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি সেন্ট কিটস দ্বীপে অবস্থিত ব্যাঙ্কে তার ছেলে অজেয় সিং-এর গোপন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ২১ মিলিয়ন টাকা লাভ করেছিলেন।
1990	Airbus Scandal	2.5 কোটি	চন্দ্রশেখর	ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বোয়িং-এর পরিবর্তে এয়ারবাস-এর সাথে ২০০০ কোটি টাকা চুক্তি স্বাক্ষর করে, A-320-নামক বিমান ক্রয়

সাল	দুর্নীতির নাম।	দুর্নীতির টাকার অঙ্ক	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
				করে, কিন্তু সেটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন-এর প্রায় ২.৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

সূত্র: www.mudra.com (Summary of All Scams in India)

উপরিউক্ত দুর্নীতির তালিকায় যে দুটি দুর্নীতি ভারতীয় সমাজ তথা প্রশাসনে সবথেকে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে দুটি হল লাইসেন্স রাজ ও বোফর্স দুর্নীতি। এখন আমরা সে দুটিতেই আলোকপাত করবো –

লাইসেন্স রাজ :

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে প্রশাসনের একাংশ এমন এক দুর্নীতিতে আবদ্ধ হয়ে যায় যা ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রায় চার দশক ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল, এই দুর্নীতিটি লাইসেন্স রাজ নামে পরিচিত। লাইসেন্স কথাটির অর্থ হল অনুমতি পত্র। তদানীন্তন সময়ে ভারতের অর্থনীতি ছিল যেহেতু পরিকল্পিত অর্থনীতি তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেকোনো ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ওপর, আমদানী-রপ্তানীর ওপর, কলকারখানা স্থাপনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীনভাবে কোনো কিছু করার অধিকার ছিল না। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো কলকারখানা বা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করা জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হত। আর অনুমতি মেলার পরেও কেন্দ্র সরকার উৎপাদন ব্যবস্থাটিকে সামগিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। এই ব্যবস্থাটিকে লাইসেন্স রাজ বলা হয়। এই ব্যবস্থাটি বড় ধরণের দুর্নীতির জন্ম দেয়। কেন্দ্র সরকারের আয়কর দপ্তরকে সন্তুষ্ট করার পর লাইসেন্স পাওয়া যেত। ফলে একধরণের দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হত। এই দীর্ঘসূত্রিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোম্পানী বা কারখানার মালিক ঘুষ বা উৎকোচ দিতে বাধ্য হত। তৎকালীন কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠভাবে সকলের মধ্যে বন্টন করা। কিন্তু কলকারখানা চালু করার লাইসেন্স যেহেতু মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা পেত, তাই সহজেই সরকারের এই উদ্দেশ্যটি লঙ্ঘিত হত। কলকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর যেহেতু কেন্দ্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে কোনো দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেই দ্রব্যের দ্রুত উৎপাদন হত না। ফলে মালিক বাধ্য হয়ে বেনামে কোম্পানী খুলতে বাধ্য হত। প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম ছিল কিন্তু কাজের পরিমাণ খুব বেশি ছিল। তাই কর্মচারীবৃন্দ দুর্নীতিতে আবদ্ধ হয়ে যেত। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে সরকারী প্রশাসনের যে দুর্নীতি শুরু হয়েছে, পরবর্তী দশকগুলিতে তা সমান তালে চলেছিল।

বোফোর্স দুর্নীতি : ১৯৮০র দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যে দুনীতি হয়েছিল সেটি বিগত সব দুর্নীতিগুলিকে ছাপিয়ে গিয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। এটি বোফোর্স দুর্নীতি নামে পরিচিত। এটি এখনও ভারতীয় প্রশাসনের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। এই দুর্নীতিটি ধারে ও ভারে বিগত সকল দুর্নীতির তুলনায় অনেকাংশে পৃথক ছিল। ১৯৮৬ সালের ২৪শে মার্চ ভারত সরকার ও সুইডেনের অস্ত্র নির্মাতা সংস্থা

বোফোর্স-এর মধ্যে এক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়। এই প্রতিরক্ষা চুক্তির মূল বক্তব্য ছিল বোফোর্স ১৪০০ কোটি টাকার বিনিময়ে ভারতকে ৪১০টি হাউৎজার সরবরাহ করবে। এর ঠিক এক বছর পরেই সংবাদপত্রে বোফোর্স দুর্নীতি প্রকাশ পায়। যার মূল বক্তব্য ছিল বোফোর্স অস্ত্র নির্মাতা সংস্থা বরাত লাভ করার জন্য ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও আধিকারিকদের প্রায় ৬০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিল। এই অভিযোগ এত জোরালো ছিল যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাম জড়িয়ে যায় এই দুর্নীতির সাথে এবং ১৯৮৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পতন হয়।

বোফোর্সের আগেও বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক দুর্নীতি হয়। কিন্তু বোফোর্স ছিল অন্যান্য দুর্নীতির তুলনায় অনেকাংশে ভিন্ন। পূর্বে বিভিন্ন দুর্নীতিগুলিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে রাজনীতিবিদদের অল্পবিস্তর যোগ থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যেত। কারণ প্রশাসনিক স্তরে কোনো দুর্নীতিই রাজনীতিবিদদের মদত ছাড়া সম্ভব নয় কিন্তু বোফোর্স দুর্নীতিতেই রাজনীতিবিদ ও প্রসাসনিক আধিকারিকদের অশুভ আঁতাত নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনীতিবিদ বলতে যে স্বচ্ছ ও সৎচরিত্রের ব্যক্তিদের বোঝাতো প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে সেই ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

বোফোর্স দুর্নীতি একটি কারণে ভিন্ন। এতদিন অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলেও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটি দুর্নীতির আওতার বাইরে ছিল। বোফোর্সই প্রথম দেখায় যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও দুর্নীতি হতে পারে। দুর্নীতি নামক গাছের শিকড় এত গভীরে প্রসারিত হয়েছে যে তার কাছে দেশের প্রতিরক্ষার মতো সংবেদনশীল বিষয়ও তুচ্ছ হয়ে যায়। বোফোর্স পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কফিন দুর্নীতি, আগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড চপার দুর্নীতি, সুকনায় জমি দুর্নীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উদারনীতির পূর্বে দুর্নীতির পরিমাণ কম থাকার কারণ :

তবে বর্তমান সময়ের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে সেই সময়ে দুর্নীতির পরিমাণ কম ছিল। এর কয়েকটি কারণ ছিল –

- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান, উচ্চ ভাবমূর্তি, প্রভূত জনপ্রিয়তা উন্নত নৈতিক চরিত্র ও উচ্চশিক্ষা দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুলাংশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।
- স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বদ্ধ। বাজার প্রতিযোগীতামূলক ছিল না। বিদেশী বিনিয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। তাই আর্থিক দিক থেকে দেশ ছিল দুর্বল। আর এই কারণে সেই মুহূর্তে দেশে বড় কোনো সামাজিক প্রকল্প ছিল না। তাই দুনতির সুযোগ ছিল কম।
- স্বাধীনতার পরে দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যার মূল নীতিই হল উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপকরণ ও কাঁচামালের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বেসরকারী উদ্যোগ ছিল খুব সীমিত পরিমাণে। তাই দুর্নীতির পরিমাণ কম ছিল।
- সর্বোপরি স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় স্তরে জোট রাজনীতির অনুপস্থিতি, দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার পথে সর্বাধিক বাধা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আধিপত্য ছিল। অনেক সময় কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘু হয়ে গেলে সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তখন বাইরে থেকে এক বা একাধিক আঞ্চলিক দল সমর্থন করলে কেন্দ্র সরকার টিকে থাকে। এর বিনিময়ে আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্র সরকারকে ব্ল্যাকমেল

করে অনেক রকম অযৌক্তিক ও নীতি বিরুদ্ধ কাজ করে থাকে যা প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়।

উদারীকরণের পরে দুর্নীতি :

ভারতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে ১৯৯১ সলে উদারীকরণের নীতি ঘোষণার পর থেকে। কথিত আছে প্রত্যেক ঘটনার ভালো দিক যেমন আছে তেমন খারাপ দিকও আছে। উদারীকরণের ফলে যেমন দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটল, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হল, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। ১৯৯১ সালে উদারীকরণের পর থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ধরে ভারতে প্রশাসনিক স্তরে উল্লেখযোগ্য দুর্নীতি হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল –

সাল	দুর্নীতির নাম।	টাকার হিসাব	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
2002	CBI Court calls Lalu in fooder scam case	940 কোটি	লালু প্রসাদ যাদব (বিহারের মুখ্যমন্ত্রী)	অস্তিত্বহীন গবাদি পশুর জন্য বিহার বিহারের সরকারের ট্রেজারি থেকে অতিরিক্ত পশুখাদ্য, ওষুধ ক্রয় করার জন্য অর্থ নেওয়া হয়েছিল।
2002	Kargil Coffin Scam	1,87,000 dollars	অটল বিহারী বাজপেয়ী (প্রধানমন্ত্রী)	1999 সালে কার্গিল যুদ্ধের পরে তৎকালীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সেনাদের কফিন কেনার ব্যাপারে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল যার ফলে ভারতের প্রায় 1,87,000 ডলার ক্ষতি হয়েছিল।
2003	Taj Corridor Case		মায়াবতী দেবী (উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী)	তাজমহলের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সংস্কারের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী এবং তার সরকারের মন্ত্রী নাসিমউদ্দিন সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে।
2006	Ayurveda Scam	26 কোটি	মূলায়ম সিং যাদব (উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী)	NRHM-এর অধীনে উত্তরপ্রদেশের ১৯৯৩-৯৫ সালের মধ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের সময়ে NRHM দুর্নীতি হয়।

সাল	দুর্নীতির নাম।	টাকার হিসাব	তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী/ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী	দুর্নীতির বিবরণ
2008	Jharkhand Medical Equipment Scam	10 কোটি	ভানুপ্রতাপ সিং (ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী)	NRHM-এর অধীনে ঔষধ দুর্নীতির অভিযাগ ওঠে তৎকালীন ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভানুপ্রতাপ সিং-এর বিরুদ্ধে।
2009	Orissa Mining Scam	7000 কোটি	বিজু পট্টনায়ক (ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী)	বিগত প্রায় এক দশক ধরে ওড়িশার খনিগুলি থেকে অবৈধ ভাবে প্রায় ৭০০০ কোটি টাকার সম্পদ উত্তোলন করা হয়েছে। এর সাথে বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা যুক্ত ছিল।
2009	Vasundhara Raje Land Scam	1.97 কোটি	বসুন্ধরা রাজে (রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী)	বসুন্ধরা রাজে এবং তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত সিং পনের একর জমি অবৈধভাবে দখল করে। সেগুলিকে ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করেছিল।
2010	2G Spectrum Scam	176000 কোটি	মনমোহন সিং	টুজি স্পেকট্রাম বন্টনের ক্ষেত্রে তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজ বিশেষ কিছু কোম্পানীকে অবৈধ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন।
2010	Common Wealth Games Scam	70000 কোটি	মনমোহন সিং	তৎকালীন ক্রীড়া মন্ত্রী সুরেশ কালমাদি খেলার সামগ্রীগুলি বাজার নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি মূল্যে ক্রয় করেন এবং সরকারের অতিরিক্ত অর্থের অপচয় হয়।

তথ্য: www.mudraa.com (Summary of All Scams in India)

ভারতে ঘটে যাওয়া সর্বকালীন দুর্নীতিগুলির প্রতিরোধ কল্পে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং বেশ কিছু আইন পাশ হয়েছে এবং নাগরিক অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- **CBI (Central Bureau of Investigation) :**

CBI ভারতের একটি গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থা যা একযোগে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে। এটি ভারত সরকারের আওতাভুক্ত একটি সংবিধান বহির্ভূত সংস্থা। যেটি ১৯৪৯ সালে এবং বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ, দুর্নীতি এবং উচ্চস্তরীয় অপরাধ তথা দুর্নীতির তদন্তের কাজ করে থাকে। যদিও CBI-এর কার্যাবলী RTI-এর আওতাভুক্ত নয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধ ও দুর্নীতিমূলক কেসের দায়ভার গ্রহণ করেছে

CBI যেমন - বোফোর্স কেলেঙ্কারি (১৯৮৬), হাওলা কেলেঙ্কারি (১৯৯১), টুজি স্পেকট্রাম কেস (২০১৯), ভারতীয় কয়লাখনি বন্টন দুর্নীতি প্রভৃতি। তথাপি দেখা যায় CBI নিজেই একটি দুর্নীতিমুক্ত সংস্থা নয়। বিভিন্ন সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আধিপত্য CBIকে তার স্বচ্ছতা রক্ষায় ব্যর্থ করেছে। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্ট CBIকে 'Caged Parrot Speaking in its master's voice' বলে সমালোচিত করেছেন।

- **CVC (Central Vigilance Commission) :**

দুর্নীতি দমনমূলক কমিটি শান্তানাম কমিটির সুপারিশে, ভারত সরকারের প্রস্তাবে ১৯৬৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন গঠিত হয়। এটি কোনো তদন্তকারী সংস্থা নয়। এটি একটি উপদেষ্টা পর্ষদ। এটি এমন এক স্বয়ংক্রিয় সংস্থা, যা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্তৃত্ব মূলক সংস্থার পরিকল্পনা, পরিচালনা, সংস্কারের কাজে পরামর্শ দান করে থাকে তবে এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হলেও এটি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। ফলত, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে, তবে C.V.C. তার কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বেশ কিছু পন্থা অবলম্বন করেছে, সেগুলি হল -

- জাতীয় দুর্নীতিদমনমূলক কর্মসূচী
- বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কৌশলের ব্যবহার
- সচেতনতামূলক অভিযান
- ভিজিলেন্স-এর কাজগুলির উন্নতি সাধন
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রভৃতি।

প্রথম প্রশাসনিক কমিশনের (1st ARC)-র সুপারিশ : আমেরিকার Hoover Commission (১৯৫৩-৫৫) এবং কানাডা সরকারের Royal Commission (১৯৬০-৬৩) এর মত ভারতের প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ই জানুয়ারি 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশন প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যে সুপারিশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল -

- নাগরিকদের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিযুক্ত হবেন। এছাড়া, প্রশাসন ও মন্ত্রীদের বা সচীবদের বিরুদ্ধে নাগরিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য 'লোকপাল' ব্যবস্থা সৃষ্টি।
- প্রতিটি রাজ্যে এ বিষয়ে লোকাযুক্ত কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি রাজ্যস্তরে এ বিষয়ে নাগরিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য।

যদিও প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক ও মন্ত্রীসভা তাঁদের বিরুদ্ধে বা তাঁদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্ভাবনায় ভীত সশস্ত্র হয়ে উঠেছেন। ফলস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের প্রয়াসকে তাঁরা দুর্বল করে দিতে চাইছেন - এর কার্যকারিতাকে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাবোতাজ করছেন।

RTI Act : প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতিকে আরও বেশী স্বচ্ছ এবং প্রশাসনকে জনগণের প্রতি আরও দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশে ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন (Right to Information Act) পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে, যাতে তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে।

উদারীকরণের পরে দুর্নীতির মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণ :

উদারীকরণ পরবর্তী সময়ে ঘটিত দুর্নীতির অনেক কারণ আছে। এন. ভিত্তল তাঁর "Corruption in India : The Roadblock to National Prosperity' গ্রন্থে দুর্নীতি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে যেকোনো ব্যবস্থায় দুর্নীতি তিনটি কারণের ওপর নির্ভশীল। প্রথমত ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিক চিন্তা। দ্বিতীয়ত, সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক মূল্যবোধ। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এছাড়াও আরও দুটি উপাদান আছে যেগুলি দুর্নীতির পরিধিকে নির্ধারণ করে। প্রথমত, দুর্নীতির সামাজিক উৎস ও দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

ভারত যখন প্রবল আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে ছিল সেই মুহূর্তে উদারীকরণের নীতি ঘোষণা করা হয় যা দেশকে আর্থিক সঙ্কট থেকে বের করেছিল। উদারীকরণের এতসব গুণাগুণ সত্ত্বেও দুর্নীতির দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে উদারীকরণের মাধ্যমে প্যান্ডোরার বাক্সটিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। উদারীকরণের মূলনীতি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও কম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। আর বাজার যত প্রতিযোগিতামূলক হবে দুর্নীতি ততই বাড়বে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি খুব সহজেই বোঝা যাবে। ধরা যাক এক সরকারি অফিসে এসি মেশিন নেওয়া হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নীতি অনুযায়ী এর জন্য দরপত্রের আহ্বান করতে হয়। হয়ত ছয়টি কোম্পানী এই আবেদনে সাড়া দিল। নিয়ম অনুযায়ী যে কোম্পানী সব থেকে কম খরচে সমস্ত গুণগত মান বজায় রেখে মেশিন দিতে পারবে তাকেই বরাত দেওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যদি বিষয়টি প্রচুর টাকার হয় তাহলে কোনো এক কোম্পানী এই গোটা প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে বরাতটিকে নিজেদের অনুকূলে আনা চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীনতা দুর্নীতির আর একটি কারণ। বেসরকারী উদ্যোগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে কলকারখানা স্থাপনের জন্য স্বল্পমূল্যে জমি দান করা, কর ছাড় দেওয়ার ফলে সরকারি রাজস্ব আদায় কমে যাচ্ছে।

জোট রাজনীতির আবির্ভাব দুর্নীতির মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। সাধারণত একক সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বলীয়ান শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কাম্য। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির জোরালো উপস্থিতির ফলে কেন্দ্রীয় সরকার একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। ফলে তাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সাথে জোট গঠন করতে হচ্ছে। এর পলে NDA ও UPA নামক দুইটি জোটের আবির্ভাব হয়েছে। এই জোট রাজনীতির সব থেকে বড় অসুবিধা হল ধীরে ধীরে এটি ব্ল্যাকমেলের রাজনীতিতে পরিণত হয়। জোট ছেড়ে বেরিয়ে এলে সরকার পড়ে যাবে এই হুমকি দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলি সবসময় নীতি বহির্ভূত কাজ করে যা প্রকৃত পক্ষে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়। আর কেন্দ্র সরকার সব সময় এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে।

জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা ভারতের দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার জন্য অন্যতম দায়ী একটি কারণ। অতীতে দেখা গেছে জোটে থাকা দলগুলি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকলেও শুধুমাত্র সরকার পড়ে যাওয়ার ভয়ে কেন্দ্র সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

ভারতে বর্তমানে দুর্নীতির এত রমরমার জন্য সবথেকে দায়ী বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ও জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রনীতি। প্রকৃতপক্ষে একই মুদ্রার দুই পিঠ ১৯৯৩ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিকে বৈধতা দেওয়া হয়। এর ফলে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় তৃণমূল স্তরে। অপর দিকে ভারত যেহেতু একটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র তাই প্রতিবছর বিভিন্ন জনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কয়েকটি পরিকল্পনা হল মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প

(M.G.N.R.E.G.S.), জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য (N.R.H.M.), জহরলাল নেহেরু জাতীয় শহর পুনর্নবীকরণ মিশন (JNNURM), জাতীয় স্তরে এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হলেও এইগুলি বাস্তবায়িত করা হয় তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবছর বাজেটে এই প্রকল্পগুলির জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করে। আর পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে এই প্রকল্পগুলিই হয়ে ওঠে দুর্নীতির অন্যতম উৎস। তৃণমূল স্তরে সরকারি নজরদারির অভাবে এবং সাধারণ মানুষের অসচেতনতার জন্য একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আধিকারিক এই খাতের অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়।
উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া আরো কিছু কারণ আছে যা দুর্নীতিতে মদত দেয়।

রাজনীতিতে দুবৃত্তায়ন হল দুর্নীতির অন্যতম কারণ। আর এটিই হল গণতন্ত্রের অন্যতম ব্যর্থতা। বর্তমানে ভারতে মোট সাংসদ ও বিধায়কের সংখ্যা হল ৪৮৯৬। এর মধ্যে মোট ১৭৬৫ জনের বিরুদ্ধে একাধিক কেস চলছে। প্রধানত হত্যা, খুনের চেষ্টা, ডাকাতি, অপহরণ, জমি আত্মস্যাৎ ইত্যাদির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে তাঁরা অভিযুক্ত। রাজনীতিতে দুবৃত্তায়নের দিক থেকে দেশের মধ্যে প্রথম হল উত্তরপ্রদেশ। এখানে প্রায় ২৪৮ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে প্রায় ৫৩৯টি কেস চলছে। এরপরে আছে তামিলনাড়ু। এখানে ১৭৮ জন বিধায়েকর বিরুদ্ধে ৩০৬টি কেস চলছে। এর পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমান করা যায় রাজনীতিতে কি পরিমাণ দুবৃর্তায়ন ঘটেছে। এরজন্য দায়ী মূলত দুইটি কারণ।

প্রথমত নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করলে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় যা দুর্নীতিতে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয়ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের টিকিটে দাঁড়াতে হয়। আর এই টিকিট কেনার জন্য দুর্বৃত্তরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। পরবর্তী কালে সেই অর্থ তোলার জন্য তাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত হয়ে পড়ে।

যত দিন যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে ভোগবাদী জীবনযাত্রা তাঁদের গ্রাস করে নিচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধগুলির পতন হচ্ছে। অর্থ ও ক্ষমতা এই দুটি জিনিস সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করে – এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

ভারতের দুর্নীতির অত্যধিক বাড়বাড়ন্তের জন্য দায়ী হল দুর্বল জনমত ও শক্তিশালী নাগরিক সমাজের অনুপস্থিতি। ভারতের বেশিরভাগ অংশটাই হল গ্রাম। আর গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশের কাছে এখনও শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক মনের বিকাশ হয়নি। সরকারের জটিল কাজকর্ম তারা বোঝেনা। তারা সবসময় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই সরকারি অর্থ কিভাবে অপচয় হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা উদাসীন। যা প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়।

অপরদিকে ভারতে নাগরিক সমাজ অত্যন্ত দুর্বল। এই নাগরিক সমাজের নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা তারা প্রভাবিত। সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে তারা সরকারি ভুলত্রুটির সমালোচনা করার পরিবর্তে সরকারি কাজকর্মের প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। নাগরিক সমাজের এই মেরুদণ্ডহীনতা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

যে কোনো ধরণের দুর্নীতিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার দায়িত্ব হল গণমাধ্যমের। গণমাধ্যম হল গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণমাধ্যম স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে নিজের ভূমিকা পালন করবে এটাই কাম্য। সত্য সংবাদ পরিবেশন করে জনমত গঠন করাই হল গণমাধ্যমের কাজ। কিন্তু বর্তমানে গণমাধ্যম তার স্বাধীন সত্ত্বাটি

হারাচ্ছে। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচারকার্য করছে। আর এর প্রধান কারণ হল একশ্রেণীর অসৎ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী বিভিন্ন সংবাদপত্র পরিচালনা করছে। ফলে প্রকৃত সত্য জনগণ জানতে পারছে না এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতি জটিল করকাঠামো দুর্নীতির জন্য দায়ী একটি কারণ। একটি দ্রব্যের বিদেশ থেকে আমদানী করার পর থেকে সেটি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত করব্যবস্থার বিভিন্ন জটিল স্তর অতিক্রম করতে হয়। বিদেশ থেকে আমদানী করার পর থেকে কাস্টমস্ ডিউটি, কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্স, রোড্ ট্যাক্স, বিক্রয় কর ইত্যাদি দিতে হয়। এতসব করের জন্য ব্যবসায়ীরা প্রকৃত আয় বা বিক্রয়টি গোপন করে। আর এর থেকেই দুর্নীতির সৃষ্টি হয়।

দুর্বল বিচারব্যবস্থা দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। আর ভারতের বিচারব্যবস্থা শুধু দুর্বল নয় সাথে দীর্ঘমেয়াদীও বটে। ভারতে শুধুমাত্র দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা গুলি বিচার করার জন্য পৃথক কোনো আদালত নেই। তাই সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিকে অন্যান্য মামলাগুলির সাথে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলিকেও বিচার করতে হয়। ফলে অসংখ্য মামলার ভীড়ে এই মামলাগুলির শুনানি হতে দেরী হয়। তাই সমগ্র বিচার প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়।

তদন্তকারী আধিকারিক ও রাজনীতিবিদদের অশুভ আঁতাতের কারণে দুর্নীতি রোধ করা যাচ্ছে না। আধিকারিকগণ স্থায়ী কর্মচারী হলেও তাদের বদলি, পদোন্নতি সব কিছুই রাজনীতিবিদদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেকসময় পছন্দমতো জায়গায় বদলি, অবৈধ সুযোগসুবিধা পাওয়ার আশায় তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, নথি নষ্ট করে রাজনীতিবিদদের আড়াল করার চেষ্টা করেন।

গণতন্ত্রকে যত তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে তত বাড়বে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি হল গ্রামীণ জনগণ। আর ভারতের গ্রামীণ জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশ অশিক্ষিত। ফলে তাদরে উন্নতিকল্পে আসা সরকারি অর্থ কিভাবে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আত্মসাৎ করে নেয় সেটা বোঝার মতো উপযুক্ত জ্ঞান তাদের থাকে না। প্রকৃতপক্ষে M.G.N.R.E.G.S. প্রকল্পটি স্থানীয় স্তরে দুর্নীতির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

দুর্নীতি রোধের উপায় :

ভারতে দুর্নীতির প্রসার রোধ করার জন্য যে সব বিশেষজ্ঞ সংস্থা আছে যেমন CBI, CVC, CAG সেগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নেই। এছাড়া CBI কে রাজ্যগুলির ওপর নির্ভর করতে হয় কারণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডেপুটেশনের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিকদের CBI তে পাঠানো হয়। আর এই পাঠানোর বিষয়টি রাজ্যের ইচ্ছা ওপর নির্ভর করে। CBI, CVC বা CAG-এর নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। কোনো রাজ্যে তদন্ত করতে এলে তাদের রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই কেন্দ্র সরকারের উচিত এইসব দুর্বলতাগুলি ঠিক করা।

বর্তমানে বিভিন্ন কোর্টগুলিতে বিচারপতির সংখ্যা খুব কম। কিন্তু তাদের প্রচুর পরিমাণে মামলার নিষ্পত্তি করতে হয়। বিচারপতির অভাবে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়না। তাই সরকারের উচিত অবিলম্বে পর্যাপ্ত বিচারপতি নিয়োগ করা।

ভারতে বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক আদালত আছে। যেমন – পরিবেশ সংক্রান্ত মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য পরিবেশ আদালত, কর্মক্ষেত্রে হওয়া বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক আদালত, ভোগ্যপণ্যের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত মামলার জন্য ক্রেতা আদালত আছে। সেরকমই দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। আর যেগুলি খুব সংবেদনশীল মামলা অর্থাৎ অর্থ তছরুপের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, জনস্বার্থের প্রশ্ন যুক্ত আছে সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বসানা উচিত।

ভারতে সুইডেনের অনুকরণে কেন্দ্রীয় স্তরে লোকপাল ও রাজ্যস্তরে লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করার ধারণাটি নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে কিছু রাজ্য লোকায়ুক্ত পদটি কার্যকর করার চেষ্টা করে।

দুর্নীতি ও গণতন্ত্র :

দুর্নীতি এবং গণতন্ত্র শব্দ দুটি আপাত বিরোধী বলে মনে হলেও সাম্প্রতিক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশেষত ভারতে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। যদিও আমরা জানি দুর্নীতিকে মোকাবিলা করার জন্য গণতন্ত্রের মতো শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা আর হতে পারে না। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নাগরিক সমাজের কড়া নজরদারিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা খুব একটা কঠিন নয়। তথাপি দুর্নীতি ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের বিতর্কের মধ্যে দুর্নীতির প্রকৃতি এবং গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলি জড়িত। সাধারণভাবে দুর্নীতি একনায়কতান্ত্রিক বা একদল পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ১৯৩৩ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা পর্যন্ত ন্যাৎসীবাদী জার্মানীতে সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ নিজেদের দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যম হিসাবে প্রচুর পরিমাণে টাকা, সম্পত্তি এবং কর ছাড়ের নামে অর্থ ঘুষ হিসাবে গ্রহণ করত।

তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারত দুর্নীতির পক্ষে অনুকূল হল কি প্রকারে? এটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে যে কিভাবে দুর্নীতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তার শিকড় গ্রোথিত করলো? দুর্নীতি ও গণতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক এই সম্পর্কের দিকটিকে বিচার করতে গেলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সব দিক থেকেই আলোচনা করা প্রয়োজন।

সামাজিক দিক থেকে বলতে গেলে দুর্নীতি সম্পর্কিত মার্কসবাদী প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করা প্রয়োজন। মার্কসবাদ মনে করেছেন দুর্নীতিতে সামাজিক নীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের একটি সমীকরণ হিসাবে বোঝা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণী সাধারণ জনগণের আর তাদের শ্রেণী স্বার্থকে কায়েম রাখার জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন এবং সেগুলিকে জনস্বার্থে বাস্তবায়ন করেন না। সাধারণ মানুষ তাদের মতাদর্শগত আধিপত্যের শিকার হয়ে পড়েন। তবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এর প্রতিকার স্বরূপ কোনো বিশেষ এক দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকের পদচ্যুতিকে শ্রেয় বলে মনে না করে সমগ্র দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাটির অবসানের কথা বলেন এবং রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকদের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার পিছনে শাসকদের কায়েমি স্বার্থের পাশাপাশি ভারতের মতো স্বল্প শিক্ষিত এবং অধিক শিক্ষিত ব্যক্তির রাজনীতি থেকে দূরে থাকার বিষয়টি অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা সাধারণ মানুষেরা সরকারের তরফে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় আমাদের জন প্রতিনিধিদের নির্বাচনে জয়লাভ করিয়ে মন্ত্রীর আসনে বসাই। আমরা তাঁকে এলিট শ্রেণীতে রূপান্তরিত করি। সেদিক থেকে গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে আমরা নিজেদের শাসককে নিজেরাই

নির্বাচন করে থাকি। এই প্রবরতার সুযোগ নিয়েই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তথা আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে আমাদের বঞ্চিত করেন। আর সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে, তাদের প্রতিবাদের ভাষা হারায় শিক্ষার অভাবে, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে।

ভারতের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে দুর্নীতির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হল সাধারণ মানুষের ধৈর্য্য ও সময়ের অভাব। সাথে সাথে আমরা অপরকে অতিক্রম করে বা অন্যের সাথে চালাকি করে নিজের কার্যসিদ্ধি করে নিতে চাই। সমস্ত প্রকারের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে।

দুর্নীতি এমনভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের মনের ওপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনশীলতা যে একটি স্বাভাবিক বিষয় সেটা মান্যতা হারায়। এই প্রসঙ্গে মার্ক ই, ওয়ারেন বলতে চেয়েছেন যে দুর্নীতি গণতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে অনুপস্থিত ছিল এবং এর পিছনে একটি কারণ হল দুর্নীতি ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে। দুর্নীতি হল এমন এক ক্ষতিকারক দিক যা শাসকবর্গের অবশ্য বর্জনীয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যায়ভাবে ক্ষমতায়নের জন্য তা হল একটি উন্নত হাতিয়ার। মার্ক ই. ওয়ারেন এটাকে দুর্নীতির গণতান্ত্রিক ধারণা বলে অভিহিত করার চেষ্টা করেছেন। এই বলে যে গণতন্ত্রে দুর্নীতি হল প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের দোষ। মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভেঙ্গে এবং জনসাধারণকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে জনসাধারণকে তার কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে চায়। তিনি বলেন, 'Corruption in this way diminishes the horizons of collective actions and in so doing shrinks the domain of democracy. Corruption undermines democratic capacities of association within civil society by generalizing suspicion and croding trust and reciprocity. The conceptual link between corruption and democracy can be identified if corruption is seen as a form of duplicitous and harmful exclusion of those who have a claimed to inclusion in collective decisions and actions'.

ভারতকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তোলা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। ভারতে যেমন একদিকে দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন রূপে দুর্নীতি ঘটেও চলেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলতে হলে সর্বপ্রথমে দুর্নীতিকারীদের শাস্তি দেবার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। আর এই আইনগুলিকে বাস্তবায়ন করার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও বিচারবিভাগকে দক্ষ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। ভারতের মতো দেশে জনমুখী পরিকল্পনাগুলি প্রশাসনের মাধ্যমেই রূপায়িত হয়। তাই প্রশাসনের ভূমিকাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিভিন্ন হিসাবপরীক্ষক সংস্থাগুলিকে আরো শক্তিশালী করা দরকার।

গণতন্ত্র ও দুর্নীতি দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দ। সাধারণত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের তীক্ষ্ণ নজরদারিতে দুর্নীতি সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে দুনীতি অত্যন্ত সফলভাবেই হচ্ছে। এর কারণ হল সরকারি কাজকর্ম সংক্রান্ত তথ্যগুলি জনগণের কাছে সহজলভ্য নয়। তাই প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে জনগণকে সংবাদপত্র, সংবাদমাধ্যম, মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে ইত্যাদি উপায়ে তথ্য সরবরাহ করে সচেতন করতে হবে। তবে দুর্নীতিকে রোধ করা কোনো দেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় বিদেশের ব্যাঙ্কগুলি অর্থ গচ্ছিত রাখার জন্য আদর্শ স্থান হয়ে ওঠে। তাই দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল বলে পরিচিত দেশগুলি যেমন মরিশাস, মালদ্বীপ বা

সুইজারল্যান্ড উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্নীতি অনেকটাই কমতে পারে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে ভারতের মতো দেশে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন পাওয়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত। এর জন্য শুধুমাত্র নাগরিক সমাজের আন্দোলন যথেষ্ট নয় সেই সাথে রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টাও প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

১। Bhargav, Binay, World Bank Global Issues, Seminar Series : The Cancer of Coruption., Site : World Bank.org/resources
২। Clifford, Walish, *The Dictionary of English Law*, London : Sweet and Maxwell Limited (1959)
৩। সেন, অমর্ত্য, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, প্রথম খণ্ড : মতপ্রকাশ ও স্বাধীনতা, লিঙ্গ, জাতি ও মতপ্রকাশ, পৃ: ৬ - ৭
৪। Senturia, Joseph J., *Political Corruption Encyclopedia of Social Sciences*, op. cit, p. 448
৫। Vittal, Nagarajan, *Corruption in India : Roadblock to National Prosperity*.
৬। Malik, Anang P., *Corruption in India*.
৭। Sridharan, Eswaran, 2004, *India : Democracy and Corruption*, Democracy Works, Conference Paper
৮। www.https://tradingeconomics.com. India corruption Rank 2019
৯। www.mudraa.com.summary of all scams in India
১০। Dimant, Eugene and Tosato, Guglielmo, 2017, *"Causes and Effects of Corruption : What has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey"*, Journal of Economic Surveys.